এক নজরে আখ চাষ

উন্নত জাতঃ ঈশ্বরদী ১-৫৩, ঈশ্বরদী ২-৫৪, লতারি জবা-সি, ঈশ্বরদী ১৬, ঈশ্বরদী ১৭, ঈশ্বরদী ২০, ঈশ্বরদী ২১, ঈশ্বরদী ২২, ঈশ্বরদী ২৪, ঈশ্বরদী ২৫, ঈশ্বরদী ২৬, ঈশ্বরদী ২৭, ঈশ্বরদী ২৮, ঈশ্বরদী ২৯,ঈশ্বরদী ৩০, ঈশ্বরদী ৩১, ঈশ্বরদী ৩২, ঈশ্বরদী ৩৩, ঈশ্বরদী ৩৪, ঈশ্বরদী ৩৫, ঈশ্বরদী ৩৬, ঈশ্বরদী ৩৭, ঈশ্বরদী ৩৮, ঈশ্বরদী ৩৯, ঈশ্বরদী ৪০, বিএসআরআই আখ ৪১, বিএসআরআই আখ ৪২, ঈশ্বরদী ৪৩, বিএসআরআই আখ ৪৪, বিএসআরআই আখ ৪৫, বিএসআরআই আখ ৪৬ ইত্যাদি রবি মৌসুমে চাষ উপযোগী ।

পুষ্টিগুনঃ শরীরে প্রোটিনের মাত্রা বাড়ায় ফলে কিডনির স্বাস্থ্য ভাল রাখে। আখের রসে পটাশিয়াম আছে যা হজমে সাহায্য করে। তাছাড়া অন্যান্য পুষ্টিগুণ যেমন , খনিজ পদার্থ, আঁশ, খাদ্যশক্তি, আমিষ, ক্যালসিয়াম, লৌহ, ক্যারোটিন, ভিটামিন বিও শর্করা ইত্যাদি রয়েছে ।

বপনের সময়ঃ রবি (নভেম্বর) উপযুক্ত সময় ।

চাষপদ্ধতি: মাটির প্রকার ভেদে ৪-৬ টি চাষ ও মই দিতে হবে। প্রথম চাষ গভীর হওয়া দরকার। এতে সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধাজনক, পরিচর্যা সহজ, এবং সেচের পানির অপচয় কম হয়। সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। লাইন থেকে লাইন ৪০ ইঞ্চি এবং চারা থেকে চারা ১২ ইঞ্চি দূরে লাগাতে হবে।

বীজের পরিমানঃ প্রতি শতকে ১-২ কেজি, ২ চোখ বিশিষ্ট।

সার ব্যবস্থাপনাঃ

সারের নাম	হেক্টর প্রতি সার
ইউরিয়া	২৪০-৩২৫ কেজি
টিএসপি	১৫০-২৫০ কেজি
এমওপি	২৩০-২৬০ কেজি
জিপসাম	১৪০-১৯৫ কেজি
জিঙ্ক সালফেট	৭-১০ কেজি।

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল অনুযায়ী মাটির উর্বরতা শক্তি ও উৎপাদনশীলতা বিভিন্ন রকম হওয়ায় সারের মাত্রায় কিছুটা তারতম্য হতে পারে। বেলে ধরনের মাটিতে রোপার আগে রোপণ নালায় পুরা ডিএপি/ টিএসপি, জিপসাম ও জিঙ্ক সালফেট এবং তিন ভাগের এক ভাগ ইউরিয়া ও অর্ধেক পরিমাণ এমওপি প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিন। বাকি ইউরিয়া ও এমওপি সমান দুই ভাগে রোপণের ১২০-১৫০ দিনে এবং এর ১ মাস পর সারির ২ পাশে প্রয়োগ করে ফসলের গোড়ায় মাটি তুলে দিন।

এঁটেল ধরনের মাটিতে রোপার আগে রোপণ নালায় পুরা ডিএপি/ টিএসপি, জিপসাম ও জিঙ্ক সালফেট প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিন। অর্ধেক পরিমাণ ইউরিয়া ও অর্ধেক পরিমাণ এমওপি রোপণের ২০-৩০ দিন পর চারার গোড়ার চার পাশে এবং ১২০-১৫০ দিন পর সারির ২ পাশে প্রয়োগ করে ফসলের গোড়ায় মাটি তুলে দিন। ডিএপি সার ব্যবহার করলে প্রতি ১০ কেজি ডিএপির জন্য ৪ কেজি ইউরিয়া দিন।

সেচঃ আখের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বজায় রাখার জন্য মাটিতে প্রয়োজনীয় রস না থাকলে তা আখের ফলনের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। সে জন্য প্রয়োজনমতো সেচ প্রয়োগ করা যেতে পারে। আগাম আখ চাষের জন্য ৫ টি সেচ প্রয়োগ করে আখের ফলন উলেস্নখযোগ্য পরিমানে বৃদ্ধি করা যায়। এক্ষেত্রে আখ রোপণের ১-৭, ৩০-৩৫, ৬০-৬৫, ১২০-১২৫ এবং ১৫০-১৫৫ দিন পর যথাক্রমে ২.০০, ৩.৫০, ৪.৩ এবং ৫.৫০ ইঞ্চি গভীরতায় সেচ প্রয়োগ করতে হবে। তবে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হলে ঐ সময় সেচ না দিলেও চলবে।

আগাছাঃ জমি নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন ।সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র নিড়িয়ে আগাছা বাছাই। মাটির অগভীরে আগাছার শিকড় নিড়ানি, কোদাল, লাঙ্গাল দিয়ে ও হাতড়ে তুলে শুকিয়ে মেরে ফেলুন ।

আবহাওয়া ও দুর্যোগঃ খুঁটি মেরামত করে মজবুত করে নিন। নিষ্কাশন নালা প্রস্তুত রাখুন।

পোকামাকড়ঃ

- আখের ঘাসফড়িং ও পাতা খেকো লেদা পোকা দমনে কার্বারিল জাতীয় কীটনাশক (যেমন ভিটাব্রিল ২৭ গ্রাম) অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন-রিপকর্ড ১০ তরল অথবা সিমবুশ ১০ তরল ২০ মিলিলিটার / ৪ মুখ) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করতে হবে।

- আখের ডগার, কান্ডের ও গোড়ার মাজরা পোকা দমনে থায়ামিথক্সাম+ক্লোথায়ারানিলিপ্রল জাতীয় কীটনাশক (যেমন ভলিউম ফ্লেক্সি ৫ মিলিলিটার অথবা ১মুখ) অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার।
- আখের স্কেল (আঁশ) পোকা দমনে আক্রান্ত গাছের বয়স্ক পাতা অপসারণ করুন । আখ কাটার পর অবশিষ্টাংশ পুড়িয়ে ফেরুন।
- আখের কালো পাতা ফড়িং দমনে আইসোপ্রোকার্ব জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ মিপসিন বা সপসিন ৩০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার বিকালে স্প্রে করুন।
- আখের পাতা সুড়ঙ্গকারী পোকা দমনে সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার।
- আখের পাতা খেকো উইভিল পোকা দমনে জমি থেকে আগাছা ও ঝোপঝাড় অপসারণ করুন। * আখ কাটার পর অবশিষ্টাংশ পুড়িয়ে ফেলুন।
- আখের উঁইপোকা দমনে ফিপ্রোনিল জাতীয় কীটনাশক (রিজেন্ট ৩ জি.আর @ ১.৩৩ কেজি/বিঘা) প্রয়োগ করতে হবে ।
- আখের থ্রিপস, ছাতরা ও জাবপোকা দমনে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার।

রোগবালাইঃ

- আখের লাল পচা রোগ, উইল্ট রোগ, পাইনআপেল রোগ, কালো শীষরোগ ও সাদা পাতা রোগ দমনে আক্রান্ত গাছ জমি থেকে শিকড় সমেত তুলে ফেলুন।*আখ কাটার পর মোথাসমেত সমস্ত মরা মাতা পুড়িয়ে ফেলতে হবে ও প্রখর রোগের তাপে আক্রান্ত জমির মাটি শুকানোর ব্যবস্থা নিন ।
- আখের সুটিমোল্ড রোগ দমনের জন্য প্রোপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন টিল্ট ৫ মিলি/ ১ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে ।
- আখের চক্ষু দাগ রোগ, পাতার রেড স্পট ও রিং দাগ রোগদমনে কপার অক্সিক্লোরোইড জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন (ডিলাইট অথবা গোল্ডটন ২০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে করবেন ।
- আখের খোল পচা রোগ দমনে টেবুকোনাজল+ট্রাইফ্লক্সিস্ট্রবিন জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন ৫ গ্রাম নাটিভো) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে ।

সতর্কতাঃ বালাইনাশক/কীটনাশক ব্যবহারের আগে বোতল বা প্যাকেটের গায়ের লেবেল ভালো করে পড়ুন এবং নির্দেশাবলি মেনে চলুন। ব্যবহারের সময় নিরাপত্তা পোষাক পরিধান করুন। ব্যবহারের সময় ধূমপান এবং পানাহার করা যাবেনা। বালাইনাশক ছিটানো জমির পানি যাতে মুক্ত জলাশয়ে না মেশে তা লক্ষ্য রাখুন। বালাইনাশক প্রয়োগ করা জমির ফসল কমপক্ষে সাত থেকে ১৫দিন পর বাজারজাত করুন।

ফলনঃ জাতভেদে শতক প্রতি ফলন ৪০০-৪৫০কেজি।

সংরক্ষণঃ আঁটি বেঁধে বা প্রক্রিয়াজাত করে সংরক্ষণ করুন ।